Aurelius Ambrosius

De Mysteriis

লাতিন পাঠ্য: Source Chretiennes (SC)। SC-এর পুস্তক on-line না থাকায়, বিকল্প লাতিন পাঠ্য এই লিংকে পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে SC-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: February 13, 2018

Version 2.3 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

আউরেলিউস আম্ব্রোজ

রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু আম্ব্রোজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’

শব্দার্থ

রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

বাপ্তিস্ম

দৃঢ়ীকরণ

এউখারিস্তিয়া

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

যোশুয়া

বিচারক (বিচারকগণ)

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

বিলাপ (বিলাপ-গাথা)

জাখা (জাখারিয়া)

মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু আম্ব্রোজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

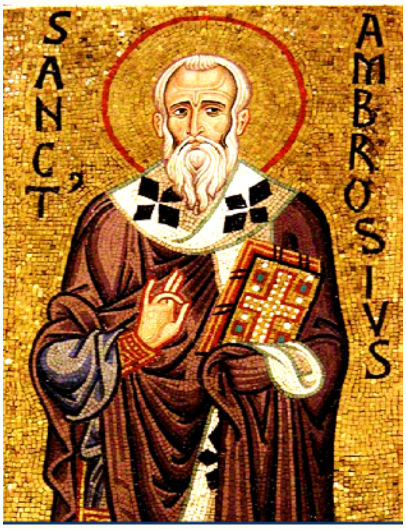

আউরেলিউস আম্ব্রোজ ৩৩৯ (অথবা ৩৪০) সালে গাল্লিয়ায় অবস্থিত আউগুস্তা ত্রেভেরোরুম-এ (আজকাল ত্রিয়র, জার্মানি) এক রোমীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেইকালে শহরটি ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের গাল্লিয়া প্রদেশের প্রধান শহর, এবং আম্ব্রোজের পিতা ছিলেন সেখানকার প্রদেশপাল। পরিবারটি বেশ কয়েক পুরুষ ধরে খ্রিষ্টিয়ান ছিল, এবং তিন ভাইবোনের মধ্যে আম্ব্রোজ কনিষ্ঠজন ছিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল, আম্ব্রোজও প্রশাসনিক জীবনে যোগ দেবেন, কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর পরে তিনি রোমে গিয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কালক্রমে আইন ও সাহিত্য ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে রোমের পৌরসভার নানা পদে নিযুক্ত হন।

৩৭০ সালে তিনি উত্তর ইতালির প্রদেশের প্রশাসক পদে নিযুক্ত হন; প্রদেশের প্রধান শহর মিলান হওয়ায় তিনি সেইখানে বসতি করেন। শাসন অনুশীলনে তিনি পারদর্শী বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেওয়ায় অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

৩৭৪ সালে মিলানের বিশপের মৃত্যুর পরে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন বিশপ নিয়োগের ব্যাপারে তীব্র অনৈক্য দেখা দিলে প্রদেশপাল আম্ব্রোজ সকলের মন প্রশমিত করার লক্ষ্যে প্রধান গির্জায় যান; তাঁর জীবনীর রচয়িতা পাউলিনুস এবিষয়ে বর্ণনা করেন যে, একটি বালক হঠাৎ করে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আম্ব্রোজই বিশপ'। কিন্তু আম্ব্রোজ তেমন দায়িত্ব গ্রহণে নিজেকে অপ্রস্তুত বোধ করে সরাসরি দায়িত্বটি অগ্রাহ্য করেন; তাছাড়া সেইকালের প্রথা অনুসারে তিনি তখনও বাপ্তিস্মও পাননি, ঐশতত্ত্বও অধ্যয়ন করেননি।

পাউলিনুসের বর্ণনা অনুসারে আম্ব্রোজ জনতার মন পাল্টাবার লক্ষ্যে নিজের সুনাম কলঙ্কিত করতেও চেষ্টা করেন, তথা আইন বিরুদ্ধ কয়েকটা পদক্ষেপ নেন ও নিজের

ঘরে কয়েকটা বেশ্যাকেও আনেন; কিন্তু জনতা নিজেদের মতে স্থির থাকায় তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁকে খুঁজে বের করে জনগণ সম্রাটের দরবারে আবেদন জানায়; তবেই এমনটি মনে ক'রে যে, এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, আম্ব্রোজ সম্মতি জানান; তাই সাত দিনের মধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ৭ই ডিসেম্বর ৩৭৪ সনে বিশপ পদে নিযুক্ত হন। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখেন, 'বিশপ পদ এড়াবার জন্য আমি কতই না চেষ্টা করেছিলাম; অবশেষে যখন আমাকে বাধ্য করা হল তখন যাচনা করেছিলাম যেন নিয়োগটা কিছুকালের মত স্থগিত হয়; কিন্তু না, আমার যত আপত্তি তারা ফিরিয়ে দিল আর আমাকে সেই পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল।' যাই হোক, বিশপ পদ গ্রহণ করার পর তিনি অধিক দায়িত্ববোধ দেখিয়ে বাইবেল ও ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়নে মনোযোগ দেন।

বিশপ হওয়ার পর পরেই তিনি ত্যাগী জীবন পালন করে তাঁর বিপুল সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, তাঁর ঘরের দরজা সবসময়ই খোলা রাখেন, ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত নাগরিকদের মঙ্গল সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। বন্দি-উদ্ধারের প্রকল্পে গির্জাঘরের মূল্যবান সমস্ত কিছু বিক্রি করার ফলে যখন কেউ না কেউ তাঁর সমালোচনা করে, তখন উত্তরে তিনি বলেন, 'প্রভুর উদ্দেশে সোনার চেয়ে মানুষকেই বাঁচানো শ্রেয়; আসলে তিনি সোনা ছাড়াই প্রেরিতদূতদের পাঠিয়েছিলেন ও বিনা সোনায় মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। সাক্রামেন্তগুলোর জন্য সোনার তো প্রয়োজন হয় না, আর সোনা দিয়ে যা কেনা যায় না, তা যে সোনার জোরেই মূল্যবান হয়ে ওঠে তা নয়।'

পরিচালনা অনুশীলনে তাঁর ন্যায়বিচার ও উপদেশ দানে তাঁর জ্ঞান ছিল সর্বস্বীকৃত; রবিবার বাদে তিনি প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত নানা ধরনের মণ্ডলীগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধান কার্যে বিচারাসনে বসতেন, বিকেলে নিজের কক্ষে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতেন, ও সন্ধ্যাবেলায় শহরের মহাগির্জায় উপাসনা চালিয়ে ভক্তদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান করতেন। এবিষয়ে সাধু আগস্তিন নিজেই সাক্ষী; সেসময় সুশিক্ষিত কিন্তু অবিশ্বাসী আগস্তিনের ধারণা ছিল, বাইবেল মূল্যহীন রূপকথারই সঙ্কলন যা কেবল অশিক্ষিতদেরই জন্য বিশ্বাসের বিষয়। অথচ বিশপ আম্ব্রোজের ঘরের কাছাকাছি

গিয়ে দেখে তিনি এতেই অবাক হতেন যে, বিশপ আম্ব্রোজ দীর্ঘ সময় ধরে বাইবেলের একটিমাত্র পৃষ্ঠা ধ্যানে রত থাকতেন। তখন সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় গোপনে যোগ দিয়ে বিশপের উপদেশ শুনতে শুনতে একদিন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাইবেল রূপকথা মাত্র নয়, বাইবেলের প্রতিটি কথায় জীবন নিহিত; তাই মনপরিবর্তন করে তিনি ২৫শে এপ্রিল ৩৮৭ সালে পাস্কা-রাতে অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে বিশপ আম্ব্রোজের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

বিশপ আম্ব্রোজ নানা প্রার্থনা-সঙ্গীত সৃষ্টি করেন যা আজকালেও আম্ব্রোজ-স্তুতিসঙ্গীত বলে পরিচিত; উপাসনা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও এখনও প্রচলিত যা আম্ব্রোজীয় উপাসনা-রীতি বলে পরিচিত। ছবিতে প্রদর্শিত যে গির্জা (উপরে) তা হল বিশপ আম্ব্রোজের নির্মিত সেই গির্জা যেখানে তিনি 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' এর উপদেশগুলো উচ্চারণ করেছিলেন (অবশ্যই, গির্জাটি কালক্রমে বারবার সংস্কার করা হয়েছে)।

তিনি ৪ঠা এপ্রিল ৩৯৭ সালে মিলানে মৃত্যুবরণ করেন।

'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ'

সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' আজকালের মানুষের কাছেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লেখা, কেননা এতে দেখা যায় সেকালের মণ্ডলী বাপ্তিস্ম-প্রার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য খুবই তৎপর ও যত্নশীল ছিল।

'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' এমন উপদেশসামগ্রী যা পাস্কা-অষ্টাহ ধরে সেই নবদীক্ষিতদের উদ্দেশ্য করে প্রদান করা যারা পাস্কাপর্ব উপলক্ষে দীর্ঘ চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকাল ধরে দৈনিক ধর্মশিক্ষায় যোগ দিয়েছিল (১ দ্রঃ)। এ শিক্ষা পদ্ধতি নতুন ছিল না, বরং ছিল মণ্ডলীর আদিকালীন পদ্ধতি খ্রিষ্টবিশ্বাসে নব আগত বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য (পদ্ধতির নাম ছিল 'কাতেখেসিস', লুক ১:৪; প্রেরিত ১৮:২৫; ১ করি ১৪:১৯; গা ৬:৬ দ্রঃ); মণ্ডলীর আদিকালের পরেও পদ্ধতিটি আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট ও অরিগেনেসের লেখায়ও উল্লিখিত। বিশপ আম্ব্রোজের সময়ে যেমন, তেমনি তার আগেও এ ধর্মশিক্ষা পাস্কাপর্বের আগেকার চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালে প্রত্যেক দিন প্রদান করা হত, পাস্কা-রাতে প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হত, ও পাস্কা থেকে পঞ্চাশত্তমী রবিবার পর্যন্ত আবার প্রত্যেক দিন নব-দীক্ষিতদের অতিরিক্ত গভীরতর ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হত। এ ধর্মশিক্ষা এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত ছিল যে, বিশপগণ নিজেরাই তা প্রদান

করতেন, ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ধর্মশিক্ষকদের জন্য তা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আকারে পাঠিয়ে দিতেন (যেমন সাধু আগস্তিনের 'অশিক্ষিতদের জন্য ধর্মশিক্ষা', নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির 'ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গ', যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের 'ধর্মশিক্ষা' ইত্যাদি)। এপ্রসঙ্গে নিচের ১-২ দ্রঃ।

'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ'-তে বিশপ আম্ব্রোজ অনুষ্ঠানরীতি ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করেন:

• শুরুতে (১-৪০) পুরাতন ও নূতন নিয়মের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি **বাপ্তিস্মের** কথা তুলে ধরেন;

• তারপর (৪১-৪২) তিনি **দৃঢ়ীকরণ** সাক্রামেন্ত ব্যাখ্যা করেন যা গ্রহণে নবদীক্ষিতরা পবিত্র আত্মার সপ্ত দান গ্রহণ করে ও তাঁর সীলমোহরে চিহ্নিত হয়;

• অবশেষে (৪৩-৫৯) তিনি **পবিত্র ভোজ** বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করেন। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থাসমূহের তুলনায় পবিত্র ভোজের মাহাত্ম্য দেখাবার পর তিনি পুরাতন নিয়মের নানা অলৌকিক কাজ ও খ্রিষ্টের মাংসধারণ নমুনা হিসাবে প্রয়োগ করে এবিষয় বুঝিয়ে দেন যে, খ্রিষ্টের যে দেহরক্ত রুটি ও আঙুররসের আকারে আমাদের দান করা হয়, তা স্বয়ং খ্রিষ্টের কার্যশক্তিমণ্ডিত উক্তির উপর নির্ভর করে যে উক্তি তিনি শেষ ভোজে উচ্চারণ করেছিলেন। এবং কমুনিয়নের নানা উপকার দেখানোর পর তিনি নব দীক্ষিতদের উৎসাহিত করেন যেন তারা যে নবজীবন বাপ্তিস্মে গ্রহণ করেছে, সেই নব জীবনের বাস্তবতা ও প্রভাবকে বিশ্বাস করে চলে। পরম গীতের নানা পদ উল্লেখ করে তিনি মণ্ডলীর আনন্দ প্রকাশ করতে চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের শুচিশুভ্রতায় ও গৌরবে সজ্জিতা হয়ে খ্রিষ্ট-বরের কাছে উপনীতা (৩৩-৪১), তিনি ঐশ্বরিক ভোজের উৎসবের বিস্ময় ও আনন্দও প্রকাশ করতে চান, যে ভোজ স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারা আয়োজিত (৫৫-৫৮)। লক্ষণীয়, উপদেশে ও ধর্মশিক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু বিশপ আম্ব্রোজের সময় নয়, বহু আগেও প্রচলিত ছিল; এবিষয়ে বিশপ আম্ব্রোজ দেখান, মণ্ডলীও বর-খ্রিষ্টের কনে, প্রতিটি দীক্ষিতজনও বর-খ্রিষ্টের কনে (৩৭)।

শব্দার্থ

• **'রহস্য'**। নূতন নিয়মে, বিশেষভাবে প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলিতে, 'রহস্য' শব্দটি ঈশ্বরের এমন পরিকল্পনা বা কর্মক্রিয়া বোঝায় যা মানুষের কাছে গুপ্ত ও রহস্যময়। খ্রিষ্টমণ্ডলীর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে তের্তুল্লিয়ানুস-ই প্রথম খ্রিষ্টীয়

লাতিন পরিভাষায় 'সাক্রামেন্ত' শব্দটা ব্যবহার করেন (তাঁর লেখা 'বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য), আর সেসময় থেকে উপাসনা ও ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে 'রহস্য' শব্দের পাশাপাশি 'সাক্রামেন্ত' শব্দও ব্যবহৃত হতে লাগে। সুতরাং রহস্য ও সাক্রামেন্ত শব্দ দু'টো একই অর্থ বহন করে, ফলে যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, পরিত্রাণ ইত্যাদি কর্ম রহস্য বা সাক্রামেন্ত বল অভিহিত, তেমনি বাপ্তিস্ম, এউখারিস্তিয়া ইত্যাদি ধর্মক্রিয়াও একইভাবে রহস্য বা সাক্রামেন্ত বলে অভিহিত। বাস্তবিকই বিশপ আম্ব্রোজের আর একটি লেখার নাম হল 'সাক্রামেন্তগুলি প্রসঙ্গ'। কেবল অনেক শতাব্দীর পরেই 'সাক্রামেন্ত' শব্দটা কেবল সাতটা সাক্রামেন্ত চিহ্নিত করতে লাগল।

• **'লেবীয়, যাজক, মহাযাজক'**। পুরাতন নিয়মে এরা ছিলেন উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত সেবাকর্মী। খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে যে ঐশতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, সেটি অনুসারে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহ নূতন নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহের পূর্বচ্ছবি বলে পরিগণিত ছিল। তাই বিশপ আম্ব্রোজের ভাষায় লেবীয়, যাজক ও মহাযাজক বলতে যথাক্রমে পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপ বোঝায় (৬ নং ও অন্যত্রও দ্রঃ)।

• **'বাপ্তিস্মালয়'**। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদিকালে (ও বিশপ আম্ব্রোজের সময়েও) দীক্ষাপ্রার্থীরা জলে নেমেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। যে স্থানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, সেটির নাম ছিল বাপ্তিস্মালয়। সেটির অবকাঠামো এমন যা গির্জার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত, আর তার অভ্যন্তরে থাকত জলকুণ্ড। ছবিতে প্রদর্শিত যে বাপ্তিস্মালয়, তা ৫ম শতাব্দীর নির্মাণকাজ যা রাভেন্না শহরে অবস্থিত।

• **'জলকুণ্ড'**। বাপ্তিস্মালয়তে যে স্থানে প্রার্থীরা জলে নামত, সেটির নাম ছিল জলকুণ্ড। দীক্ষার্থীরা জলকুণ্ডের এক দিকে নেমে অপর দিকে পার হত যেখানে তাদের

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন বিশপ। ছবিতে প্রদর্শিত জলকুণ্ডটি হল মিলানের বাপ্তিস্মালয়ের সেই জলকুণ্ড (সেটির অবশিষ্টাংশ) যা বিশপ আম্ব্রোজ নির্মাণ করিয়েছিলেন ও যাতে সাধু

আগস্তিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার, এটিই সেই জলকুণ্ড যার কথা বিশপ আম্ব্রোজ এই লেখায় বারবার উল্লেখ করেন (৬, ৮, ১৪, ২৩, ২৮, ৩১ নং)।

- **অন্যান্য**। সুধী পাঠক/পাঠিকা সম্ভবত লক্ষ করবেন যে, বিশপ আম্ব্রোজের লেখায় বাইবেলের পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত কতগুলো বাক্য বর্তমানকালের বাইবেলের বাক্যগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন দেখায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্মরণযোগ্য যে, নূতন নিয়ম রচনাকালে যেমন মথি, মার্ক, লুক, যোহন ও পল পুরাতন নিয়মের হিব্রু পাঠ্য থেকে নয়, পুরাতন নিয়মের গ্রীক পাঠ্য থেকেই বাক্যগুলো নিতেন, তেমনই বিশপ আম্ব্রোজের সময়েও লেখকগণ পুরাতন নিয়মের গ্রীক পাঠ্য থেকে বাক্যগুলো নিতেন যা বর্তমানকালে প্রচলিত হিব্রু-ভিত্তিক পুরাতন নিয়ম থেকে কিছুটা ভিন্ন।

মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজের
রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১ রহস্যগুলোর ব্যাখ্যা উপস্থাপন

১। কুলপতিদের কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আদেশগুলো পাঠ করতে করতে (ক) আমরা ধর্মনীতি সংক্রান্ত দৈনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছি, যেন তাঁদের দ্বারা গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তোমরা প্রবীণদের পথে প্রবেশ করতে, তাঁদের জীবনপথে চলতে ও ঐশবচনগুলির প্রতি বাধ্য হতে অভ্যস্ত হতে পার; যাতে করে বাপ্তিস্ম দ্বারা নবীভূত হয়ে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের যোগ্য জীবনাচরণ দেখাতে পার।

২। এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্তগুলির আসল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে বাপ্তিস্মের আগেই ব্যক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে, আমরা মনে করি, ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং এ শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করতাম। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, হালকা কোন উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির স্বয়ং আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক উজ্জ্বলতর ভাবেই প্রবেশ করবে (খ)।

৩। অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ (গ) ঘ্রাণ কর, যা সাক্রামেন্তগুলির প্রভাবে ফুৎকারের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই প্রতীকাকারে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যখন কান-উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম (ঘ), *এফ্ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও* (ঙ), যাতে যারা অনুগ্রহের

কাছে এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে।

৪। আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই কালা ও বোবা মানুষকে নিরাময় করলেন। তিনি কিন্তু তার মুখ স্পর্শ করেছিলেন, কেননা যাকে তিনি নিরাময় করছিলেন সে ছিল বোবা ও একজন পুরুষ: অর্থাৎ, একদিকে [বোবা হওয়াতে] সেই মানুষ যেন সঞ্চারিত কণ্ঠস্বর দিয়ে নিজ মুখ খুলতে পারত, অপর দিকে তাঁর স্পর্শ করাটাই একজন পুরুষের প্রতি মানাত, একজন নারীর প্রতি মানাত না।

২ বাপ্তিস্মে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাসমূহ

৫। এরপর তোমার কাছে পরম পবিত্রস্থান (ক) উন্মুক্ত হল, ও তুমি নবজন্মের পুণ্যালয়ে প্রবেশ করলে। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা জপ করতে থাক, তুমি যে উত্তর দিয়েছিলে, তা স্মরণে রাখ। তুমি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্ম, এবং সংসার ও তার সমস্ত ললুপতা ও অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তোমার কণ্ঠ মৃতদের সমাধিস্থানে নয়, জীবিতদের গ্রন্থেই রাখা আছে।

৬। [জলকুণ্ডের ধারে] তুমি একটি লেবীয়কে দেখেছিলে, একটি যাজককে দেখেছিলে, মহাযাজককে দেখেছিলে (খ)। দৈহিক চেহারা নয়, সেবা-পদের অনুগ্রহই লক্ষ কর। স্বর্গদূতদের সাক্ষাতেই তো তুমি কথা বলেছিলে, যেমনটি লেখা আছে, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানেরই অন্বেষণ করে, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীদূত* (গ)। এব্যাপারে ভুল করা চলবে না, অস্বীকার করাও চলবে না যে, যিনি খ্রিষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেন, তিনি বাণীদূত। চেহারার জন্য নয়, ভূমিকার জন্যই তাঁকে মূল্যায়ন কর: চিন্তা কর তিনি তোমার কাছে কী সম্প্রদান করলেন, তাঁর দেওয়া দায়িত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেনে নাও।

৭। তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক'রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ)(ঘ) তুমি পুব দিকে ফিরেছিলে, কারণ দিয়াবলকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে খ্রিষ্টের দিকেই ফেরে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই লক্ষ করে।

৩ জল ও পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম গ্রহণ

৮। [জলকুণ্ডের ধারে] তুমি কী দেখেছিলে? জল দেখেছিলে বটে, কিন্তু কেবল জল নয়; অনুষ্ঠান চালাতে লেবীয়েরাও ছিলেন, প্রশ্ন করতে ও পবিত্রীকরণ সম্পাদন করতে মহাযাজকও ছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূত তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, *দৃশ্য বিষয়ের দিকে নয়, অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী* (ক)। কেননা অন্যত্র তুমি একথাও পড়তে পার যে, *ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে* (খ)। এজন্য স্বয়ং প্রভুও বললেন, *তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কর্মেই বিশ্বাস রাখ* (গ)। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে সেখানেই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিতি। তুমি কি তাঁর কর্মে বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর উপস্থিতি বিশ্বাস কর না? কেমন করে কর্ম পরেই আসবে, যদি না আগে উপস্থিতিই এসে থাকে?

৯। তথাপি ভেবে দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা জগতের উদ্ভব-লগ্নেও পূর্বপ্রদর্শিত। সেই আদিতে, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, তখন—লেখা আছে—*আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন* (ঘ)। যিনি জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, তিনি কি সেই জলরাশির উপরে ক্রিয়াশীল ছিলেন না? আমি কিন্তু কেন 'ক্রিয়াশীল' কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিতির দিক দিয়ে তিনি তো চলাচলই করছিলেন। চলাচল করছিলেন যিনি, তিনি কি ক্রিয়াশীল ছিলেন না? জগৎ-নির্মাণকর্ম হতে হতে তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, একথা তুমি তখনই স্বীকার কর, যখন নবী তোমাকে বলেন, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মা দ্বারাই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব* (ঙ)। নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু'টোর ভিত্তি, তথা তিনি চলাচল করছিলেন,

আবার তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে চলাচল করছিলেন, একথা মোশিই বললেন; আর তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, এবিষয়ে দাউদই সাক্ষ্য দিলেন।

১০। অন্য একটা সাক্ষ্য ধর। নিজের সমস্ত শঠতার ফলে সমস্ত মাংস দূষিত ছিল। তিনি বলে চলেন, *আমার আত্মা মানুষদের মধ্যে থাকবেন না, কারণ তারা মাংসমাত্র* (চ)। এতে ঈশ্বর দেখান, মাংসের কলুষ ও পাপের গুরুতর কালিমার দরুন ঐশআত্মার অনুগ্রহ দূরে চলে যায়। তাই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছিলেন, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে জলপ্লাবন ঘটালেন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়াকে জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন (ছ)। জলপ্লাবন শেষে তিনি প্রথমে সেই কাকটা ছাড়লেন যা ফিরল না, পরে সেই কপোত ছাড়লেন যা—শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে—জলপাইগাছের শাখা মুখে করে ফিরে এল (জ)। তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, কপোত দেখতে পাচ্ছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ কর?

১১। জলের কথা: জলেই মাংস ডোবানো হয় যাতে মাংসের সমস্ত পাপ ধৌত হতে পারে। সেই জলেই লজ্জাকর সমস্ত কিছু সমাহিত। কাষ্ঠের কথা: কাষ্ঠেই প্রভু যিশুকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। কপোত হল সেই কপোত যার আকারে (যেইভাবে তুমি নূতন নিয়মে শিখেছ) সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন (ঝ), যিনি তোমার প্রাণে শান্তি ও তোমার মনে স্থৈর্য্য সঞ্চার করেন। কাকের কথা: কাকটা হল সেই পাপের প্রতীক যা বাইরে চলে যায় আর ফেরে না; তেমনটি ঘটে যদি তুমি ধর্মময়তা রক্ষা ও পালন কর।

১২। তৃতীয় একটা সাক্ষ্যও রয়েছে, যেভাবে প্রেরিতদূত তোমাকে এবিষয়ে শিক্ষাদান করে বলেন, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল* (ঞ)। উপরন্তু মোশি নিজে তাঁর সেই গীতিকায় বলেন, *তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল* (ট)। তুমি তো উপলব্ধি কর যে, হিব্রুদের সেই যে সমুদ্র-পারেও যেখানে মিশরীয়েরা মরল ও হিব্রুরা ত্রাণ পেল, পবিত্র বাপ্তিস্মের প্রতীক পূর্বপরিলক্ষিত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রামেন্তে দৈনন্দিন আমাদের কী শিক্ষা

দেওয়া হয়, একথা ছাড়া যে, দণ্ড নিমজ্জিত হয়, ভুলভ্রান্তি ধ্বংসিত হয়, কিন্তু ভক্তি ও নিরপরাধিতা অক্ষুণ্ন হয়ে পার হয়!

১৩। তুমি তো একথা শোন যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা একটি মেঘের নিচে, এমনকি মঙ্গলকারীই একটি মেঘের নিচে ছিলেন। মেঘটি মঙ্গলকারী ছিল যেহেতু মানবীয় ভাবাবেগের অগ্নিদাহ শীতল করে দিল। আবার এজন্যও মেঘটি মঙ্গলকারী, যেহেতু তাদেরই উপর ছায়া ছড়িয়ে দেয়, পবিত্র আত্মা যাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অধিষ্ঠান করল ও পরাৎপরের শক্তি তাঁর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিল (ঠ) যখন সেই কুমারী মানবজাতির মুক্তির জন্ম দিলেন। আর সেই অলৌকিক কাজ মোশির মধ্য দিয়ে প্রতীকাকারে ঘটেছিল (ড)। ফলে ঐশআত্মা যখন প্রতীকে উপস্থিত ছিলেন, তখন কি তিনি বাস্তব সত্যে উপস্থিত হবেন না? শাস্ত্রও তো তোমাকে বলে: *মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে* (ঢ)।

১৪। মারায় উৎসারিত জল তিক্ত ছিল: মোশি তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্ট হয়ে উঠল (ণ)। কেননা প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রীকৃত হলেই (ত) জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশি, অর্থাৎ নবী যেমন সেই উৎসারিত জলে সেই কাঠ দিয়েছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহদানের উদ্দেশে মিষ্ট হয়ে ওঠে।

১৫। তাই তুমি কেবল দেহের চোখে বিশ্বাস করো না: যা অদৃশ্য তা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ দেহের চোখে যা দৃষ্টিগোচর তা অস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা কিন্তু চিরস্থায়ী। আর দৃষ্টিশক্তি যা ধারণ করতে সক্ষম নয়, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তা অন্তর ও মনের দ্বারাই বিচার্য।

১৬। অবশেষে, এইমাত্র শোনা রাজাবলির পাঠ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক (থ)। সেই নামান সিরিয়ার মানুষ ছিলেন, তাঁর কুষ্ঠ ছিল, আর কেউই তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারত না। তখন বন্দিদের মধ্য থেকে একটি তরুণী একথা বলল যে, ইস্রায়েলে এমন

এক নবী আছেন যিনি কুষ্ঠরোগের অশুচিতা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারবেন। শাস্ত্রে বলে, সোনা ও রুপো সঙ্গে করে তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ শুনে রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে একথা বললেন যে, তেমন যাচনা যখন রাজ-অধিকারের বাইরে, তখন সেই যাচনা তাঁর পক্ষে অতিরিক্তই একটা পরীক্ষা। এলিশেয় কিন্তু রাজাকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর কাছেই সেই সিরিয়াবাসীকে পাঠান, তিনি যেন জানতে পারেন যে ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন (দ)। তিনি এলে এলিশেয় তাঁকে যর্দন নদীতে সাতবার ডুব দিতে আদেশ করলেন।

১৭। তখন সেই লোক মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর মাতৃভূমির নদীগুলোর এমন শ্রেয় জল আছে যার মধ্যে তিনি বারবারই ডুব দিলেও কখনও কুষ্ঠ থেকে শুচীকৃত হননি; আর একথা স্মরণে তিনি নবীর আদেশ মানছিলেন না। কিন্তু দাসদের অনুরোধ ও যুক্তির জোরে তিনি সম্মত হয়ে ডুব দিলেন। তৎক্ষণাৎ শুচীকৃত হয়ে উঠে তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ যে শুচীকৃত হয়, তা জলের নয়, অনুগ্রহেরই গুণে ঘটে।

১৮। এখন তুমি উপলব্ধি কর 'বন্দিদের মধ্য থেকে সেই তরুণীটি' যে কে। যুবতীটি হল বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত জনসমাবেশ, অর্থাৎ প্রভুর সেই মণ্ডলী যা একসময় পাপের দাসত্বে অবনমিতা ছিল: সেসময় সে অনুগ্রহের মুক্তির অধিকারী ছিল না, আর তার পরামর্শ মত অবোধ সেই বিজাতীয়েরা সেই নবীয় বাণী শুনল যা আগে সন্দেহই করত। তথাপি পরবর্তীকালে তারা যখন বিশ্বাস করল যে সেই নবীয় বাণী পালন করা দরকার, তখন পাপের যত কলুষ থেকে ধৌত হল। তারা রোগমুক্ত হবার আগে সন্দেহ করেছিল; তুমি ইতিমধ্যে রোগমুক্ত হয়েই উঠেছ বিধায় তোমার পক্ষে সন্দেহ করা আদৌ উচিত নয়।

৪ পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকারিতার ভিত্তি

১৯। এজন্যই তোমাকে আগে বলা হয়েছে, তুমি যা দেখ তা-ই কেবল বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমিও বলতে: 'এ কি সেই মহারহস্য, *কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি?* (ক)। আমি সেই জল

দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিদিনও দেখতে পেতাম; তবে এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব দিলেও আমি কখনও শুচীকৃত হইনি, এই জলই কি আমাকে শুচীকৃত করবে?' এতেই জেনে নাও যে, ঐশআত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করতে পারে না।

২০। আর এজন্যই তুমি পড়েছ যে, বাপ্তিস্মে *তিন সাক্ষী একমত* (খ): জল, রক্ত ও আত্মা, কারণ তিনটির একটিকে বাদ দিলে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ত আর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টের ক্রুশ ছাড়া জল-ই বা কী? তা সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই! অন্য দিকে জল ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থাকে না, কারণ *জল ও আত্মা থেকে নতুন করে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (গ)। কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যিশুর সেই ক্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত (ঘ), তবু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করলে (ঙ) সে পাপক্ষমা পেতে পারে না, আত্মার অনুগ্রহদানও পান করতে পারে না।

২১। তাই সেই সিরিয়াবাসী বিধানের ব্যবস্থাকালে সাতবারই জলে ডুব দিয়েছিলেন (চ), কিন্তু তোমার বাপ্তিস্ম ত্রিত্বের নামেই হয়েছে। তুমি যা করেছ তা স্মরণ কর: পিতাকে স্বীকার করেছ, পুত্রকে স্বীকার করেছ, আত্মাকে স্বীকার করেছ। অনুক্রমটা পালন করে থাক! এ বিশ্বাসে তুমি জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, ঈশ্বরের কাছে পুনরুত্থান করেছ, ও জগতের সেই পদার্থে একপ্রকারে সমসমাহিত হয়ে পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে (ছ) অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থিত হয়েছ। অতএব বিশ্বাস কর: জল অক্ষম নয়।

২২। এজন্যই তোমাকে বলা হয়েছিল: *বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে এলে জল কেঁপে উঠত; আর জল কেঁপে ওঠার পর যে কেউ প্রথম জলকুণ্ডে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে মুক্তি পেত* (জ)। এই যে জলকুণ্ড যার মধ্যে প্রতি বছর একজন সেরে যেত, তা যেরুশালেমেই ছিল। কিন্তু দূত না নেমে আসা পর্যন্ত কেউই সেরে উঠত না। দূত নেমে আসতেন বটে, কিন্তু জল কেঁপে উঠত যাতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারত যে দূত নেমে এসেছিলেন। অবিশ্বাসীদের কারণেই জল কেঁপে উঠত। তাদের বেলায় একটা চিহ্ন, তোমার বেলায় বিশ্বাস। তাদের বেলায় নেমে

আসতেন দূত, তোমার বেলায় পবিত্র আত্মা; তাদের বেলায় একটা সৃষ্টবস্তু কেঁপে উঠত, তোমার বেলায় সেই খ্রিষ্টই ক্রিয়াশীল যিনি সৃষ্টির স্বয়ং প্রভু।

২৩। সেসময় একজন মাত্রই রোগমুক্তি পেত, এখন সকলেই নিরাময় হয়; বা আরও সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে গিয়ে, নিরাময় হয় একজন মাত্রই তথা সেই খ্রিষ্টসমাজ। প্রকৃতপক্ষে কয়েকজনের বেলায় জলও ছলনার ব্যাপার (ঝ)। কেননা অবিশ্বাসীদের বাপ্তিস্ম নিরাময় করে না, শুচীকৃতও করে না, বরং কলুষিতই করে। ইহুদীরা ঘটিবাটি ও পানপাত্র বাপ্তাইজিত করে থাকে কেমন যেন চেতনাশূন্য বস্তুগুলো দণ্ড বা অনুগ্রহ পাবার সক্ষম হত! তুমি কিন্তু চেতনাপূর্ণই তোমার পাত্র বাপ্তাইজিত কর, যাতে তার মধ্যে তোমার শুভকর্ম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও তোমার অনুগ্রহের বিভা দীপ্তিময় হয়। অতএব সেই জলকুণ্ডও প্রতীকাকারে উপস্থাপিত হয়েছিল, যাতে তুমি বিশ্বাস করতে পারতে যে, ঐশ্বরিক প্রভাব এই জলকুণ্ডে নেমে আসে।

২৪। অবশেষে, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধারে] একটি মানুষের অপেক্ষায় ছিল (ঞ)। কুমারী-জাত প্রভু যিশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হতে পারে? তাঁরই আগমনে ছায়াটা কয়েক জনকেই মাত্র আর সারিয়ে তোলে না, প্রকৃত সত্যই বরং নিখিল মানবজাতিকে সারিয়ে তোলে। সুতরাং তিনিই সেই প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেমে আসার কথা ছিল, ও যাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে বলেছিলেন, *যাঁর উপরে আত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে ও তাঁর উপরে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই জন যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (ট)। এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন: *আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন* (ঠ)। এবং পবিত্র আত্মা কোন্ কারণেই বা কপোতের মত নেমে এলেন, একারণ ছাড়া যে, তুমিও যেন দেখতে ও জানতে পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া জাহাজ থেকে যে কপোত ছেড়েছিলেন, সেই কপোতটা এই কপোতেরই এক সাদৃশ্য ছিল—অর্থাৎ কিনা, এতে তুমি যেন সাক্রামেন্তের পূর্বচ্ছবি চিনে নিতে পার!

২৫। হয়তো তুমি এবিষয়ে বলবে, যে কপোতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু সেটি সত্যকার একটি কপোত ছিল, এবং পবিত্র আত্মা কপোতই যেন নেমে এলেন, সেহেতু এ কেমন হতে পারে যে এবিষয়ে আমরা বলি, সেখানে একটা সাদৃশ্য ছিল কিন্তু

এখানে বাস্তবতাই রয়েছে, যখন গ্রীক ভাষায় লেখা আছে যে আত্মা কপোতের সাদৃশ্যেই নেমে এলেন? কিন্তু সেটি কি ততখানিই বাস্তব ছিল যতখানি সেই ঈশ্বরত্বই বাস্তব যা চিরস্থায়ী? আসলে সৃষ্টবস্তু প্রকৃত বাস্তবতা হতে পারে না, তার একটা সাদৃশ্যই মাত্র হতে পারে যা সহজে ধ্বংসিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। একই প্রকারে, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, যেহেতু তাদের সরলতা সাদৃশ্য অনুসারে নয় বরং প্রকৃত বাস্তবতা অনুসারেই হওয়া চাই (কেননা প্রভু একথা বলেছিলেন, *তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও* [ড]), সেহেতু এ সত্যিই উপযুক্ত হল যে তিনি কপোতের মত নেমে এলেন, যাতে করে আমাদের এ উপদেশ দিতে পারেন যে, আমাদের কপোতের মত সরলতা থাকা উচিত। আর সাদৃশ্য বলতে যে বাস্তবতাও বোঝাতে পারে, এবিষয়ে আমরা খ্রিষ্ট সম্পর্কে এ পড়ি যে, *সাদৃশ্যের দিক দিয়ে তিনি মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন* [ঢ], এবং পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে এ পড়ি যে, *সাদৃশ্যের দিক দিয়ে আপনারা তাঁর চেহারা কখনও দেখেননি* [ণ]।

৫ বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের কার্যকারিতা

২৬। এখনও সন্দেহ করার আর কীবা আছে? সুসমাচারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই পিতা নিজেই তোমার কাছে ঘোষণা করে বলছেন: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* [ক]। যাঁর উপর পবিত্র আত্মা কপোতের মত নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেই পুত্র নিজেই ঘোষণা করছেন। যিনি কপোতের মত নেমে এলেন, সেই পবিত্র আত্মা নিজেই ঘোষণা করছেন। সেই দাউদ নিজেই ঘোষণা করছেন, *প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, মহিমময় ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন, প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত* [খ]। শাস্ত্র নিজেই তোমার কাছে সাক্ষ্য দান করে বলে যে, যেরুব-বায়ালের প্রার্থনায় আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল [গ], ও এলিয়ের প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেরিত হয়েছিল যা যজ্ঞ পবিত্রীকৃত করল [ঘ]।

২৭। ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়, যাজকদের পদেরই কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখ। আর যদি গুণের কথা ধর, তবে এলিয়কে যেভাবে পরিগণিত কর, সেই পিতর ও পলের

গুণও সেভাবে পরিগণিত করবে, যাঁরা প্রভু যিশুর কাছ থেকে এ রহস্য গ্রহণ করে আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন (ঙ)। প্রাচীনদের কাছে দৃশ্য আগুন প্রেরিত হত তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত; আমরা কিন্তু যারা বিশ্বাস করি, সেই আগুন আমাদের অন্তরে অদৃশ্যভাবেই ক্রিয়াশীল—তাদের বেলায় প্রতীকাকারে, আমাদের বেলায় স্মারকবাণী স্বরূপ। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, যাজকদের প্রার্থনায় আহূত হয়ে সেই প্রভু যিশুই উপস্থিত যিনি বলেছিলেন: *যেখানে দু'জন বা তিনজন থাকে, সেখানে আমিও আছি* (চ)। ফলে মন্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই যেখানে থাকে, মহত্তর কারণে সেইখানে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের উপস্থিতি মঞ্জুর করেন।

২৮। তাই তুমি [জলকুণ্ডে] নেমে গেছিলে। তুমি উত্তরে যা বলেছিলে, তা স্মরণ কর: অর্থাৎ, তুমি পিতায় বিশ্বাস কর, পুত্রে বিশ্বাস কর, পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর। তুমি তো বলনি, 'আমি জ্যেষ্ঠজন, মেঝজন ও কনিষ্ঠজনে বিশ্বাস করি (ছ);' বরং নিজের কণ্ঠ দ্বারা তুমি এতেই নিজেকে আবদ্ধ করেছ যে, তুমি যেরূপে পিতায় বিশ্বাস কর সেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর, ও যেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর সেরূপে আত্মায় বিশ্বাস কর—একটামাত্র ব্যতিক্রম বজায় রেখে যে, ক্রুশের কথা কেবল প্রভু যিশুর বেলায় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

৬ তৈলাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

২৯। এসমস্ত কিছুর পর তুমি [জল থেকে বেরিয়ে এসে] যাজকের কাছে আরোহণ করেছিলে (ক)। এর পরে কী ঘটেছে তা বিবেচনা করে দেখ। তোমার কি তাই ঘটেনি, যা দাউদ বললেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে?* (খ)। এ হল সেই তেল যে তেলের বিষয়ে শলোমনও বলেছিলেন, *সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসেছে ও তোমাকে আকর্ষণ করেছে* (গ)। হে প্রভু যিশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবায়িত হয়ে তোমাকে ভালবেসে বলল: *তোমার পিছু পিছু আমাদের আকর্ষণ কর! তোমার পোশাকের সুবাসের পিছনে ছুটে যাব* (ঘ)। তারা পুনরুত্থানেরই সুবাস পিপাসা করছে।

৩০। তেমনটি কেনই ঘটে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, *কারণ প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে* [ঙ]। আর এজন্যই তেল দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, তথা যৌবনের অনুগ্রহের উদ্দেশেই ঝরে পড়ে; আবার তেল আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জাতি হতে পার [চ]। কেননা আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্য ও যাজকত্বের উদ্দশেই আত্মিক অনুগ্রহে তৈলাভিষিক্ত হই।

৩১। তুমি জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে উঠেছিলে: সুসমাচারের পাঠ স্মরণ কর [ছ]। কেননা আমাদের প্রভু যিশু সুসমাচারে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি পিতরের কাছে এলেন এবং পিতর বললেন, *আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না* [জ], তখন পিতর রহস্যটি উপলব্ধি করলেন না আর সেইজন্য সেবাকর্মটা অস্বীকার করলেন, কেননা তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি যদি ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর সেবা গ্রহণ করতেন, তাহলে দাসের বিনম্রতা নষ্ট হত। প্রভু তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, *আমি তোমার পা ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ থাকবে না।* তেমন কথা শুনে পিতর বলেছিলেন, *প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।* প্রভু উত্তরে বলেছিলেন, *যে স্নান করেছে, পা ছাড়া তার পক্ষে ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ* [ঝ]।

৩২। পিতর শুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার ছিল, কেননা তিনি ছিলেন সেই প্রথম মানুষের পাপের উত্তরাধিকারী, যাকে সেসময় সাপ উল্টিয়ে দিয়েছিল ও ভুল করতে প্ররোচিত করেছিল [ঞ]। কাজেই তাঁর পা দু'টো ধৌত করা হল, যাতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: বাস্তবিকই আমাদের নিজেদের পাপকর্ম বাপ্তিস্মের মাধ্যমেই মোচন করা হয়।

৩৩। একইসময় এবিষয়ও লক্ষ কর যে, রহস্যটি বিনম্রতা-সেবাকর্মেই নিহিত, কেননা খ্রিষ্ট বলেন, *প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন* মহত্তর কারণে *তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত* [ট]। বাস্তবিকই, যখন পরিত্রাণের স্বয়ং সাধক [ঠ] নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তখন তাঁর দাস এই আমাদের পক্ষে আর কতই না উচিত বিনম্রতা ও বাধ্যতার সেবাকর্ম প্রদর্শন করা।

৭ শুচিশুভ্র পোশাক সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

৩৪। এরপর তুমি শুচিশুভ্র পোশাক গ্রহণ করেছিলে: এ এমন ইঙ্গিত যে তুমি পাপের খোসা থেকে বেরিয়ে এসে সেই নিরপরাধিতার শুচি কাপড় পরিধান করেছ যা বিষয়ে নবী বলেছিলেন: *তুমি হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দেবে, আর আমি শুচীকৃত হব; তুমি আমাকে ধৌত করবে, আর আমি তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব* (ক)। কেননা যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে বিধান অনুসারে ও সুসমাচার অনুসারেও শুচীকৃত বলে প্রতীয়মান: বিধান অনুসারে, কারণ মোশি এক গোছা হিসোপগাছ দিয়েই মেষশাবকের রক্ত ছিটিয়ে দিতেন (খ); সুসমাচার অনুসারে, কারণ—সুসমাচারে যেভাবে খ্রিষ্ট আপন পুনরুত্থানের গৌরব দেখালেন—তাঁর পোশাক তুষারের মতই শুভ্র ছিল। সে-ই *তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে ওঠে* (গ) যার দণ্ড মোচন করা হয়। এজন্য ইশাইয়া দ্বারাও প্রভু বলেন, *তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলেও আমি সেগুলিকে তুষারের মত শুভ্র করে তুলব* (ঘ)।

৩৫। *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা* (ঙ) তেমন পোশাক ধারণ করে মণ্ডলী পরম গীতে বলে: *হে যেরুশালেমের কন্যারা, আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী ও সুন্দরী* (চ)। মানবদশার দুর্বলতা হেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আমি সুন্দরী; পাপীদের নিয়ে গঠিত বিধায় আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, বিশ্বাসের সাক্রামেন্ত গুণে আমি সুন্দরী। তেমন পোশাক দেখে যেরুশালেমের কন্যারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে ওঠে: *এ কে, যে শুচিশুভ্র হয়ে আরোহণ করছে?* (ছ)। আগে সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গিনী, হঠাৎ করে সে কীভাবে শুচিশুভ্র হয়ে উঠল?

৩৬। যখন খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছিলেন, তখন স্বর্গদূতেরাও সন্দেহ পোষণ করেছিলেন; স্বর্গের সেই পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যখন তাঁরা দেখছিলেন মাংস স্বর্গে আরোহণ করছে। তাতে তাঁরা বলছিলেন, *এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?* আর যখন তাঁদের কয়েকজন বলছিলেন, *তোমাদের জনপ্রধানের তোরণ উত্তোলন কর! উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার! প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা* (জ), তখন অন্য কয়েকজন সন্দেহ পোষণ বরে বলছিলেন, *এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?* একইভাবে ইশাইয়ার পুস্তকেও তুমি দেখতে পাও যে স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ করে

বলেছিলেন, *ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আরোহণ করছেন? বসোর থেকেই আগত তাঁর রক্তবর্ণ বসন। আপন শুভ্র পোশাকে তিনি উজ্জ্বল।*[ঝ]

৩৭। নবী জাখারিয়ার পুস্তকেও এবিষয়ে পড়তে পার যে, যে মণ্ডলীর খাতিরে খ্রিষ্ট *নোংরা কাপড়* পরিধান করেছিলেন [ঞ], শুভ্র কাপড় পরা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীকে দেখে, অর্থাৎ নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনের গুণে শুচীকৃত ও ধৌত প্রাণকে [ট] দেখে তিনি বলেন, *ওই দেখ, তুমি সুন্দরী, হে প্রতিবেশিনী আমার! ওই দেখ, তুমি সুন্দরী! তোমার চোখ দু'টো কপোতের মত* [ঠ]; তেমন কপোতের আকারেই পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন [ড]। চোখ দু'টো সুন্দর, কেননা—যেমন উপরে বলেছি—তিনি কপোতের মত নেমে এসেছিলেন।

৩৮। আর পরবর্তী পদগুলোতে আমরা পড়ি: *তোমার দাঁত লোমকাটা এমন মেষপালের মত যা প্রক্ষালন-স্থান থেকে উঠে আসছে: তারা সকলে গর্ভে যুগ্ম বাচ্চা ধারণ করে আছে, তাদের মধ্যে একটাও বন্ধ্যা নয়। তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরে-লাল ফিতা স্বরূপ* [ঢ]। এ সামান্য প্রশংসা নয়! প্রথম, লোমকাটা মেষগুলোর সঙ্গে সেই মনোরম তুলনার জন্য; কেননা আমরা জানি যে ছাগগুলো বিনা ঝুঁকিতেই উচ্চস্থানে খাবার খায় ও সেইসঙ্গে নিরাপদেই খাড়া যায়গায় খাবার পায়। দ্বিতীয়, তাদের লোম একবার কাটা হলে তারা সেইসব কিছু থেকে মুক্ত যা নিষ্প্রয়োজন। মণ্ডলীকে তেমন মেষপালের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা তার মধ্যে সেই সকল প্রাণের বহু সদগুণ রয়েছে যারা জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে নিষ্প্রয়োজন যত পাপকর্ম ছেড়ে দেয় ও খ্রিষ্টকে অর্পণ করে সেই রহস্যাবৃত বিশ্বাস ও নীতিগত অনুগ্রহ যা প্রভু যিশুর ক্রুশের কথা ঘোষণা করে।

৩৯। তাদেরই মধ্যে মণ্ডলী সুন্দরী! এজন্য ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, *প্রতিবেশিনী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে নিন্দাজনক কিছু নেই,* কেননা যত দণ্ড নিমজ্জিত হল। *লেবানন থেকে এখানে এসো, হে কনে; লেবানন থেকে এখানে এসো* [ণ]। *তুমি পার হয়ে বিশ্বাসের সূত্রপাত থেকে পার হয়ে চলবে;* কেননা জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে মণ্ডলী ক্ষণস্থায়ী কাল পার হয়ে খ্রিষ্টের কাছে পার হয়ে চলল। আরও, ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, *হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে তুমি*

কেমন সুন্দরী ও মনোহরা হয়ে উঠেছ! উচ্চতায় তুমি খেজুরগাছের মত হয়েছ; তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত [ত]।

৪০। আর মণ্ডলী তাঁকে উত্তরে বলে, আহা ভ্রাতা, *কে তোমাকে আমাকে দান করবে? সেই তুমি, আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে! তোমাকে বাইরে পেয়ে আমি তোমাকে চুম্বন করব, আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করবে না। তোমাকে ধরে আমি আমার মায়ের ঘরে নিয়ে যাব, তাঁর সেই গোপন কক্ষে যেখানে তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করবে* [থ]। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ অনুগ্রহদানগুলোর উপহারে প্রীতা হয়ে মণ্ডলী অন্তরতম রহস্যগুলোতে প্রবেশ করার ও তার নিজের সমস্ত অনুভূতি খ্রিষ্টের কাছে পবিত্রীকৃত করার আকাঙ্ক্ষা করে। সে এখনও খোঁজ করছে, এখনও ভালবাসা জাগাচ্ছে, এবং যেরুশালেম-কন্যাদের অনুনয় করছে তারাও যেন তার হয়ে সেই ভালবাসা জাগায়; সে এমনটি কামনা করে যাতে তার বর তাদের অনুগ্রহে অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রাণদেরই অনুগ্রহে তার নিজের প্রতি অধিক গভীরতর প্রেমে উদ্দীপিত হন।

৪১। [দ] এতে প্রভু যিশু নিজেও তেমন একাগ্র ভালবাসা দ্বারা এবং তেমন শালীনতা ও অনুগ্রহের সৌন্দর্য দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে—যেহেতু এখন আর কোন অন্যায়-অপরাধ প্রক্ষালিতদের কলুষিত করে না—মণ্ডলীকে বলেন, *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর* [ধ]; এর অর্থ: তুমি মনোহর, হে প্রতিবেশিনী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে কোন কিছুর অভাব নেই; *আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর* [ন], যেন তোমার বিশ্বাস সাক্রামেন্তের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তোমার কাজকর্মও উজ্জ্বল হোক ও সেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করুক যাঁর প্রতিমূর্তিতে তোমাকে গড়া হয়েছিল। তোমার ভালবাসা যেন কোন নির্যাতন দ্বারা দুর্বল না হয়, সেই যে ভালবাসাকে জলরাশিও বাইরে আটকাতে পারে না, নদনদীও ভাসিয়ে দিতে পারে না [প]।

৪২। ফলে স্মরণে রাখ যে, তুমি আত্মিক সীলমোহর [ফ] গ্রহণ করেছিলে: *সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও ভক্তির আত্মা, ও পবিত্র ভীতির আত্মাকে* [ব] তুমি গ্রহণ করেছিলে, তবে যা গ্রহণ করেছিলে তা রক্ষা কর। পিতা

ঈশ্বর তোমাকে সীলমোহরে চিহ্নিত করলেন, খ্রিষ্ট প্রভু তোমাকে দৃঢ়ীকৃত করলেন, ও—যেমন প্রেরিতদূতের পাঠ থেকে শিখতে পেরেছ—সেই প্রভু *অগ্রিম হিসাবে* তোমার *হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন* (ঙ)।

৮ এউখারিস্তিয়া সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

৪৩। তেমন সুসজ্জা গ্রহণে ধনবান হয়ে উঠে বিধৌত জনগণ খ্রিষ্টের বেদির দিকে অগ্রসর হতে হতে বলে: *আমি প্রবেশ করে ঈশ্বরের বেদির কাছে যাব, যাব সেই ঈশ্বরের কাছে যিনি আমার যৌবন পুলকিত করেন* (ক)। কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ ক'রে *ঈগলের যৌবনে নবায়িত হয়ে* (খ) তারা স্বর্গীয় ভোজে আসন নিতে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। এসে তারা পরমপবিত্র বেদি সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে বলে ওঠে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট* (গ)। বিধৌত এই জনগণের মুখ দিয়েই যেন দাউদ বলেন: *প্রভু [মেষ] আমাকে খাওয়ান; অভাব হবে না আমার; আমায় তিনি স্থান দিলেন চারণমাঠে, আমায় চালনা করলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে।* পরে তিনি আরও বলেন: *মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচনি, এটিই আমাকে সান্ত্বনা দিল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট তাদেরই বিরুদ্ধে যারা আমাকে কষ্ট দেয়; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রটি, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট* (ঘ)।

৪৪। এবার এসো, এবিষয় বিচার-বিবেচনা করি, যেন এমনটি না ঘটে যে কেউ কেউ দৃষ্টিগোচর এই সমস্ত কিছু দে'খে (যেহেতু যা কিছু দৃষ্টিগোচর নয় তা দৈহিক চোখ দ্বারা দেখা যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না) বলে ওঠে, ঈশ্বর ইহুদীদের উপর *মান্না বর্ষণ করলেন* (ঙ), *বর্ষণ করলেন ভাড়ুই পাখি* (চ), কিন্তু তাঁর ভালবাসার পাত্রী মণ্ডলীর জন্য তা-ই প্রস্তুত করে রাখলেন যা বিষয়ে লেখা আছে, *কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য তা-ই প্রস্তুত করেছেন* (ছ)। সুতরাং, কেউ যেন তেমন কথা না বলে,

সেজন্য আমরা যথাসাধ্যই চেষ্টা করব এবিষয়ে প্রমাণ দিতে যে, মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলো [ইহুদী] সমাজগৃহের সাক্রামেন্তগুলোর চেয়ে প্রাচীন ও মান্নার চেয়েও উৎকৃষ্ট।

৪৫। আদিপুস্তকের যে পাঠ আমরা একটু আগে শুনেছি, তা স্পষ্টই শেখায় যে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলো অধিকতর প্রাচীন, কেননা সমাজগৃহ মোশির বিধান থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু [মোশির চেয়ে] আব্রাহাম ছিলেন আরও প্রাচীনকালের মানুষ। যখন এই আব্রাহাম শত্রুদের পরাজিত করে ও নিজের ভাগ্নেকে উদ্ধার করে বিজয় অর্জন করেছিলেন, তখন মেল্কিসেদেক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন (জ) ও সেই উপহার নিবেদন করেছিলেন যা আব্রাহাম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আব্রাহাম যে সেই উপহার নিবেদন করেছিলেন এমন নয়, সেই মেল্কিসেদেকই তা নিবেদন করেছিলেন যাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রে বলে, *তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ*, এবং যাঁর বিষয়ে হিব্রুদের কাছে পত্রে পল বলেন, *তিনি সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন* (ঝ)। লাতিন অনুবাদে তিনি ধর্মরাজ ও শান্তিরাজ বলেই অভিহিত (ঞ)।

৪৬। তিনি প্রকৃতপক্ষে কে, তুমি কি তা বুঝতে পার? একটি মানুষ যখন নিজে থেকে প্রায়ই ধর্মপ্রাণ হতে পারে না, তখন সে কি ধর্মরাজ হতে পারে? যখন সে প্রায়ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তখন সে কি শান্তিরাজ হতে পারে? তিনিই সে-ই, নিজ ঈশ্বরত্ব অনুসারে যাঁর মাতা নেই যেহেতু তিনি পিতা ঈশ্বর হতেই জনিত ও পিতার সঙ্গে একই সত্তার অধিকারী; নিজ মাংসধারণ অনুসারে যাঁর পিতা নেই যেহেতু তিনি কুমারী থেকেই জন্ম নিলেন; যাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই যেহেতু তিনি নিজেই সবকিছুর আদি ও অন্ত (ট), তিনি নিজেই প্রথম ও শেষ (ঠ)। সুতরাং, যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ করেছ, তা মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক-ই এক দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত (ড) যিনি বিশ্বাসের পিতা আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন, যাঁর অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তি তুমি শ্রদ্ধার চোখে দর্শন কর।

৪৭। ইতিমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলোই প্রাচীনতম। এবার একথা জেনে নাও যে সেগুলো উৎকৃষ্ট। এ সত্যিকারে আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের উপর মান্না বর্ষণ করেছিলেন (ঢ) ও তাঁরা দৈনিক স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণে

পুষ্টি লাভ করেছিলেন। এজন্যই লেখা আছে: *মানুষ স্বর্গদূতদের রুটি খেয়েছিল* [গ]। অথচ যাঁরা সেই রুটি খেয়েছিলেন, তাঁরা সকলে প্রান্তরে মারা গেছিলেন [ত]। কিন্তু এই যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ, এই যে *জীবনময় সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে* [থ], তা অনন্ত জীবনের মূলশক্তি যুগিয়ে দেয়, আর যে কেউ তা খায়, *অনন্তকালেও তার মৃত্যু হবে না* [দ], কারণ এটি হল খ্রিষ্টের দেহ।

৪৮। এবার বিবেচনা করে দেখ, কোনটা অধিক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতদের রুটি না সেই খ্রিষ্টের মাংস যা জীবনদায়ী দেহ? সেই মান্না স্বর্গ থেকে আগত, এটি স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজিত; সেটা স্বর্গীয়, এটি স্বর্গের প্রভুর; পরদিনের জন্য রাখলে সেটা ক্ষয়ের অধীন [ধ], এটি সমস্ত ক্ষয় থেকে মুক্ত, ও যে কেউ তা ভক্তিভরে আস্বাদন করে, সে অবক্ষয় অনুভব করতে পারবে না। পিতৃপুরুষদের জন্য সেই জল শৈল থেকে নির্গত হয়েছিল [ন], তোমার জন্য রক্ত খ্রিষ্ট থেকেই নির্গত হল [প]; জল তাঁদের পিপাসা ক্ষণিকের মতই মিটিয়ে দিয়েছিল, রক্ত তোমাকে অনন্তকালের উদ্দেশেই প্রক্ষালিত করে। ইহুদী জল পান করে কিন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করলে তোমার আর তেষ্টা পেতে পারবে না—এক কথায়, সেই সমস্ত কিছু ছায়ায় [ফ] ঘটেছিল, এ সমস্ত কিছু বাস্তবেই ঘটছে।

৪৯। যা দেখে তুমি মুগ্ধ হও, তা যখন ছায়ামাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই বাস্তবতা যার ছায়া দেখে তুমি মুগ্ধ। পিতৃপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছিল, তা যে ছায়ামাত্র, সেবিষয়ে এবাণী শোন: *তাঁরা এমন এক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা ছিল সেই খ্রিষ্ট। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি, কেননা সেই প্রান্তরে তাঁদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল। এখন, এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল* [ব]। যেটা অধিক উৎকৃষ্ট, তা তুমি জানতে পেরেছ: কারণ ছায়ার চেয়ে আলোই শ্রেয়, দৃষ্টান্তের চেয়ে বাস্তব সত্যই শ্রেয়, স্বর্গ থেকে আগত মান্নার চেয়ে তার নির্মাতার দেহই শ্রেয়।

৯ রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়ে ওঠে

৫০। হয়তো তুমি বলবে, ‘আমি তো অন্য কিছু দেখছি! কেমন করে তুমি আমাকে নিশ্চিত করতে পার যে আমি যা গ্রহণ করেছি তা খ্রিষ্টের দেহ?’ আর আসলে এতক্ষণে এটি সেই শেষ বিষয় যা সম্পর্কে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে। কোন্ ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি যাতে প্রমাণ দিতে পারি যে যা গ্রহণ করি তা প্রকৃতি গড়েনি বরং তা আশীর্বাদই পবিত্রীকৃত করেছে! আর প্রকৃতির শক্তির চেয়ে আশীর্বাদেরই শক্তি মহৎ, কেননা আশীর্বাদ গুণে প্রকৃতির নিজেরই পরিবর্তন ঘটে।

৫১। মোশি একটা লাঠি হাতে রাখছিলেন (ক): তিনি মাটিতে ফেললেই তা সাপ হল। পরে তিনি সাপের লেজ ধরলেই তা আবার লাঠির প্রকৃত অবস্থায় ফিরে গেল। তাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, নবীয় অনুগ্রহের গুণে দু’বারই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল, তথা সাপের প্রকৃতিরও পরিবর্তন, আবার লাঠির প্রকৃতিরও পরিবর্তন। মিশরের যত নদী শুদ্ধই জলস্রোত ছিল, হঠাৎ সেগুলোর উৎসের শিরা থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল, তাতে নদনদীতে পান করার মত আর কিছুই রইল না। পুনরায় নবীর প্রার্থনায় রক্তস্রোত থেমে গেল এবং জলের প্রকৃতি ফিরে এল (খ)। হিব্রু জনগণ চারদিক থেকেই আটকানো অবস্থায় ছিল: একদিকে মিশরীয়রা প্রাচীরের মত বাধা দিচ্ছিল, অপরদিকে সাগর তাদের পথ রুদ্ধ করে রাখছিল: মোশি তাঁর সেই লাঠি উচ্চ করলেই জল নিজে থেকে দু’ভাগ হল ও দেওয়ালেরই স্বীয় স্বভাব গ্রহণ করে জমাট হয়ে গেল (গ), এবং তরঙ্গমালার মধ্যে পায়ে চলার মত একটা পথ দেখা দিল। যর্দন নদী উজানে বইতে বাধ্য হওয়ায় নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নিজ উৎসের দিকে ফিরে যেতে লাগল (ঘ)। এতে কি একথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় না যে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ও নদীর স্রোতের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল? পিতৃপুরুষদের সেই জনগণের পিপাসা পেয়েছিল, মোশি সেই শৈলকে স্পর্শ করলেন, আর শৈল থেকে জল বইতে লাগল (ঙ)। তাই অনুগ্রহ কি এমন ফল ফলায়নি যা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যাতে শৈল সেই জলকে উদ্গিরণ করে যা প্রকৃতি অনুসারে শৈলে থাকে না? মারার জলাশয় এতই তিক্ত ছিল যে পিপাসিত সেই জনগণ সেই জল পান করতে পারছিল না। মোশি সেই জলে একটা কাঠ ফেললে জল নিজ তেতো প্রকৃতি হারাল যা

অনুপ্রবিষ্ট অনুগ্রহই সহসা প্রশমিত করল (চ)। নবী এলিশেয়ের সময়ে নবী-সন্তানদের একজনের কুড়াল থেকে লোহা সরে গেছিল আর সাথে সাথে তা জলে ডুবে গেছিল। লোহাটা যে হারিয়ে ফেলেছিল, সে এলিশেয়কে অনুনয় করল, আর এলিশেয়ও জলে এক টুকরো কাঠ ফেললেই লোহাটা ভেসে উঠল (ছ)। আমরা অবশ্যই মেনে নিই যে, এ ঘটানাও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ঘটেছিল, কেননা তরল জলের চেয়ে স্বভাবে লোহাই বেশি ভারী।

৫২। অতএব আমরা লক্ষ করি, প্রকৃতির চেয়ে অনুগ্রহই অধিক কার্যকর; অথচ আমরা এতক্ষণে কেবল একটামাত্র নবীয় আশীর্বাদেরই অনুগ্রহের কথা বলে এসেছি। আর যখন মানবীয় আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তখন যে আশীর্বাদে ত্রাণকর্তা প্রভুর নিজেরই কথাগুলো ক্রিয়াশীল, সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদের বেলায় কী বলব? কেননা এই যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের উক্তি দ্বারাই সম্পন্ন (জ)। যখন এলিয়ের উক্তি এতই প্রভাবশালী ছিল যে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে দিল (ঝ), তখন কি খ্রিষ্টের উক্তি পদার্থগুলোর স্বীয় স্বভাব পরিবর্তন করার প্রভাব রাখবে না? নিখিল সৃষ্টির কর্মগুলো সম্পর্কে তুমি একথা পড়েছ যে, *তিনি কথা বললেন আর সেই সব গড়ে উঠল, তিনি আজ্ঞা দিলেন আর সেই সব সৃষ্ট হল* (ঞ)। সুতরাং খ্রিষ্টের উক্তি যখন যা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তা শূন্য অবস্থা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন সেই উক্তি কি অস্তিত্বমণ্ডিতই একটা পদার্থ এমন কিছুতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না যা আগে অন্য রকম ছিল? কেননা একটা কিছুর প্রকৃতি পরিবর্তন করার চেয়ে কিছুকে অভিনব প্রকৃতি দেওয়াটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয় (ট)।

৫৩। কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই দেওয়া উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং মাংসধারণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে রহস্যটি সত্য বলে প্রমাণ করি। প্রভু যিশু যখন মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, তখন কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম পালন করা হল? যদি প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করি, তাহলে এ পাব যে, নরের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলেই নারী সন্তানের জন্ম দেয়। তবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কুমারী [মারীয়া] প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই যিশুকে জন্ম দিলেন। আর আমরা যা সম্পন্ন করি, তা হল কুমারী থেকে জাত সেই দেহ। তবে তুমি এখানেই কেন খ্রিষ্টের দেহে প্রকৃতির নিয়মের

অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু যিশুই প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন? যা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল খ্রিষ্টের সত্যকার মাংস, ফলে এ সত্যিকারেই তাঁর মাংসের সাক্রামেন্ত।

৫৪। স্বয়ং প্রভু যিশুই ঘোষণা করেন, *এ আমার দেহ* (ঠ)। স্বর্গীয় কথাগুলোর আশীর্বাদের আগে শব্দটা অন্য ধরনের কিছু বোঝায়; পবিত্রীকরণের পরে দেহই বোঝায়। তিনি নিজে আপন রক্তের কথা বলেন। পবিত্রীকরণের আগে সেটির জন্য আলাদা নাম ব্যবহৃত; পবিত্রীকরণের পরে তা রক্ত বলেই অভিহিত। আর তুমি বল, 'আমেন,' যার অর্থ দাঁড়ায়, একথা সত্য। ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করে, অন্তঃকরণ তা স্বীকার করুক। উক্তিতে যা ধ্বনিত হয়, হৃদয় তা অনুভব করুক।

৫৫। তাই খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীকে এ সাক্রামেন্তগুলো দ্বারা চরান, যেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রাণ বলবান হয়; এবং অনুগ্রহের পথে তার উত্তরোত্তর অগ্রগতি দেখে তিনি সঠিকভাবেই তাকে বলেন, *তোমার কুচযুগল কেমন মনোরম হয়ে উঠল, বোন আমার, কনে আমার! আঙুররসের গুণেই সেই কুচযুগল মনোরম হল! এবং তোমার পোশাকের সুবাস সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও উৎকৃষ্ট! কনে, তোমার ওষ্ঠ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মউচাকের মধু, তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ; ও তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত। আমার বোন, আমার কনে, সে তো রুদ্ধ উদ্যান, হ্যাঁ, সে এক রুদ্ধ উদ্যান, সীলমোহর-যুক্ত এক নির্ঝর* (ড)। এতে তিনি বোঝাতে চান যে, রহস্যটি তোমার কাছে সীলমোহর-যুক্ত থাকবে যেন অসৎ জীবনের কোন কুকর্ম বা শুচিতা-সংক্রান্ত অবিশ্বস্ততা দ্বারা লঙ্ঘন করা না হয়; যেন এমন লোকদের মধ্যে প্রচারিত না হয় যারা তার যোগ্য নয়; যেন অসার বাচালতা দ্বারা অবিশ্বাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া না হয়। অতএব তোমার বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম হোক যাতে জীবনের ও নীরবতার অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৫৬। এজন্যে মণ্ডলীও তেমন গভীর ও স্বর্গীয় রহস্যগুলো রক্ষা করতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে যত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা দূর করে দেয় এবং নিজের কাছে বসন্তকালীন অনুগ্রহের মধুরতা আমন্ত্রণ করে। এবং একথা জেনে যে তার উদ্যান খ্রিষ্টকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না, সে একথা বলে বরকে আহ্বান করে, *হে উত্তরা বাতাস, জাগ; হে দক্ষিণা বাতাস,*

তুমিও এসো! আমার উদ্যানে বও, আমার নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক। আমার ভ্রাতা তাঁর নিজের উদ্যানে আসুন, তার গাছগুলোর ফল ভোগ করুন [ঢ]। কেননা সেই উদ্যানে ভাল ও ফলদায়ী গাছ রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ শিকড় পবিত্র জলকুণ্ডের জলস্রোতে গাড়ল ও নবীন উর্বরতা লাভে এমন ভাল ভাল ফল উৎপন্ন করল যাতে করে সেগুলো নবীর কুড়াল দ্বারা [ণ] আর কাটা না হয়, বরং সুসমাচারের প্রাচুর্যতা লাভে ফল দেওয়ায় উপচে পড়বে।

৫৭। অবশেষে, তাদের ফলশালীতায় প্রীত হয়ে প্রভুও উত্তরে বলেন, *বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার উদ্যানে এসেছি! আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধনির্যাস সংগ্রহ করেছি, আমার মধুর সঙ্গে আমার খাদ্য খেয়েছি, আমার দুধের সঙ্গে আমার পানীয় পান করেছি* [ত]। হে ভক্তজন সকল, বুঝে নাও কেনই বা তিনি খাদ্য ও পানীয়ের কথা বললেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে খান ও পান করেন, যেহেতু তোমরা একথা পড়েছ যে, নিজেরই কথা ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আমাদের অন্তরে তিনি কারাগারেই আছেন [থ]।

৫৮। ফলে মণ্ডলীও ততখানি অনুগ্রহ দেখে নিজ সন্তানদের ও প্রতিবেশীদের প্রেরণা দেয় তারা যেন একসাথে সাক্রামেন্তগুলির দিকে ছুটে চলে; সে বলে, *হে আমার প্রতিবেশী সকল! খাও, পান কর; প্রমত্ত হও, হে আমার ভাইসকল* [দ]। আমরা যে কী খাই ও পান করি, একথা পবিত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমাকে অন্যত্র জানিয়ে দিয়েছিলেন, তথা: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন* [ধ]। সেই সাক্রামেন্তে খ্রিষ্ট উপস্থিত, কারণ তা হল খ্রিষ্টের দেহ। ফলে সেই খাদ্য লৌকিক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেরিতদূতও তার পূর্বচ্ছবি বিষয়ে বলেন: *আমাদের পিতৃপুরুষেরা আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন ও আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন* [ন]। বাস্তবিকই ঈশ্বরের দেহ আত্মিক দেহ, খ্রিষ্টের দেহ ঐশ্বরিক আত্মার দেহ, কারণ খ্রিষ্ট হলেন ঐশআত্মা [প], যেমনটি আমরা পড়ি: *আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান যে আত্মা, তিনি স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রভু* [ফ]। এবং পিতরের পত্রে আমরা পড়ি, *খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য মরলেন* [ব]। শেষ কথা: এই খাদ্য *সবল করে আমাদের অন্তর* এবং এই পানীয় *আনন্দিত করে মানুষের অন্তর* [ভ], যেইভাবে নবী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৫৯। সুতরাং, সবকিছু অর্জন করে, এসো, আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত থাকি যে, আমরা পুনরায় জন্মলাভ করেছি। আমরা যেন না বলি, 'কিভাবে আমাদের নবজন্ম হয়েছে? আমরা কি আমাদের মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে নতুন করে জন্ম নিয়েছি? (ম)। এতে আমি প্রকৃতির নিয়ম দেখতে পারি না।' কিন্তু যেখানে অনুগ্রহের উৎকৃষ্টতা রয়েছে, সেখানে প্রকৃতির কোনো নিয়ম থাকে না। আরও, প্রকৃতির নিয়মের ফলেই যে সবসময় জন্ম ঘটে এমন নয়: আমরা খ্রিষ্ট প্রভুকে এক কুমারী হতে সঞ্জাত বলেই স্বীকার করি ও প্রকৃতির নিয়ম অস্বীকার করি। কেননা মারীয়া মানব-মিলনের ফলে গর্ভবতী হননি, বরং পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তাঁর গর্ভধারণ ঘটেছিল, যেমনটি মথি বলেন, *দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে* (য)। সুতরাং, যখন পবিত্র আত্মাই কুমারীর উপর নেমে এসে (র) তাঁর গর্ভধারণ ঘটিয়েছেন ও প্রজন্ম-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, তখন অবশ্যই এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জলকুণ্ডের উপর বা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যারা তাদের উপর নেমে এসে সেই আত্মাই নবজন্মের বাস্তবতা ঘটান।

---

১ (ক) বিশপ আম্ব্রোজ আদিপুস্তক ও প্রবচনমালা থেকে নেওয়া পাঠগুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যা মিলান মণ্ডলীতে পাস্কাপর্ব উপলক্ষে চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালে দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য মিসায় পাঠ করে শোনানো হত (উপরে দেওয়া ভূমিকা দ্রঃ)।

(খ) প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেনই বা ধর্মশিক্ষা বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগেই পূর্ণ ও বিস্তারিত ভাবে প্রদান করা হত না? অর্থাৎ, কেন শিক্ষার একটি অংশ যা একপ্রকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাপ্তিস্ম ও রুটি গ্রহণের পরেই দেওয়া হত? এবিষয়ে বিশপ আম্ব্রোজ নিজেই কারণটা এই পদে উপস্থাপন করেন: প্রথমত, সাক্রামেন্তগুলোর রহস্য অদীক্ষিতদের কাছে ব্যক্ত করা উচিত নয়, করলে তা সাক্রামেন্তগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘতকতাই হত। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় সাক্রামেন্তগুলোর আলো শিক্ষাদানের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাই উজ্জ্বলতা পায়।

(গ) ২ করি ২:১৬।

(ঘ) 'কান-উন্মোচন' যে অনুষ্ঠান মিলান মণ্ডলীতে পাস্কা-রাতে বাপ্তিস্ম দানকালে অনুষ্ঠিত হত, তাতে অনুষ্ঠাতা প্রার্থীর কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ করতেন ঠিক যেভাবে মার্ক ৭:৩৪-তে উল্লিখিত; এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করা হত যে, প্রার্থীর ইন্দ্রিয়গুলো সাক্রামেন্তগুলো ফলপ্রদ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করা হত।

(ঙ) মার্ক ৭:৩৪। 'এফফাথা' শব্দ থেকেই অনুষ্ঠানের নাম আগত।

২ (ক) ‘পরম পবিত্রস্থান’ (হিব্রু ৯:৩ দ্রঃ) বলতে সেই বাপ্তিস্মালয় বোঝায় যেখানে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত।

(খ) এখানে ও গোটা পুস্তক জুড়ে লেবীয়রা হলেন পরিসেবকেরা, যাকজ হলেন প্রবীণেরা (অর্থাৎ পুরোহিতেরা), ও মহাযাজক হলেন বিশপ যেহেতু সেইকালের ঐশতত্ত্ব অনুসারে পুরাতন নিয়মের লেবীয়রা, যাজকেরা ও মহাযাজক ছিল যথাক্রমে নূতন নিয়মের পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপের পূর্বচ্ছবি।

(গ) মালা ২:৭।

(ঘ) ‘তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক’রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) তুমি…’: অনুবাদান্তরে, ‘তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য ও তার মুখে থুথু ফেলার জন্য প্রবেশ ক’রে তুমি…’।

৩ (ক) ২ করি ৪:১৮।

(খ) রো ১:২০।

(গ) যোহন ১০:৩৮।

(ঘ) আদি ১:২।

(ঙ) সাম ৩৩:৬।

(চ) আদি ৬:৩।

(ছ) আদি ৭:১… ।

(জ) আদি ৮:১১।

(ঝ) লুক ২:১১।

(ঞ) ১ করি ১০:১-২।

(ট) যাত্রা ১৫:১০।

(ঠ) লুক ১:৩৫।

(ড) যাত্রা ১৪:২১।

(ঢ) যোহন ১:১৭।

(ণ) যাত্রা ১৫:২৩… ।

(ত) পাস্কা-রাতে বাপ্তিস্ম দেওয়ার আগে বিশপ জলকুণ্ড পবিত্রিত করার জন্য ক্রুশটি জলের মধ্যে নামিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতেন।

(থ) ২ রাজা ৫:১ … ।

(দ) ২ রাজা ৫:৮। আসলে বাইবেলে ‘ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন’ নয়, ‘ইস্রায়েলে এক নবী আছে’ লেখা আছে; সম্ভবত বিশপ আম্ব্রোজ অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল বললেন।

৪ (ক) ১ করি ২:৯।

(খ) ১ যোহন ৫:৭।

(গ) যোহন ৩:৫।

(ঘ) অনুমান করা যায়, সেইকালে জল শুধু নয়, দীক্ষাপ্রার্থীকেও ক্রুশ দিয়ে চিহ্নিত করা হত।

(ঙ) মথি ১৮:১৯।

(চ) ২ রাজা ৫:১৪।

(ছ) কল ২:১২-১৩; রো ৬:২, ৪।

(জ) যোহন ৫:৪।

(ঝ) যেরে ১৫:১৮। সেকালের লাতিন পাঠ্যে মার্ক ৭:৪-তে লেখা ছিল, ইহুদীরা ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র জলে ডুবিয়ে দিয়ে ধুয়ে নিত; যেহেতু ডুবিয়ে দেওয়া বলতে বাপ্তিস্ম দেওয়াও বোঝায়, সেজন্য বিশপ আম্ব্রোজ বলতে চান, ইহুদীদের ও বিধর্মীদের দেওয়া বাপ্তিস্ম অনর্থক।

(ঞ) যোহন ৫:৭।

(ট) যোহন ১:৩৩।

(ঠ) যোহন ১:৩২।

(ড) মথি ১০:১৬।

(ঢ) ফিলি ২:৭ (লাতিন পাঠ্য)।

(ণ) যোহন ৫:৩৭ (লাতিন পাঠ্য)।

৫ (ক) মথি ৩:১৭।

(খ) সাম ২৯:৩।

(গ) বিচারক ৬:২১।

(ঘ) ১ রাজা ১৮:৩৮।

(ঙ) এ বাক্যের অর্থ এরূপ: ব্যক্তি হিসাবে যাজকের (অর্থাৎ প্রবীণের বা বিশপের) কোনও গুণ নেই, এলিয়, পিতর ও পলের উত্তরসূরী বলেই যাজকত্ব পদ তাঁদের গুণের অধিকারী।

(চ) মথি ১৮:২০।

(ছ) সেকালের ভ্রান্তমতপন্থীরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমস্বরূপ ও সম-অধিকার অস্বীকার করত।

৬ (ক) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ভক্তজন বিশপের কাছে যেত যিনি তার মাথা তেল দিয়ে লেপন করতেন।

(খ) সাম ১৩৩:২।

(গ) পরমগীত ১:২। পরম গীতের নানা পদ উল্লেখ করে বিশপ আম্ব্রোজ মণ্ডলীর আনন্দ প্রকাশ করতে চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের শুচিশুভ্রতায় ও গৌরবে সজ্জিতা হয়ে খ্রিষ্ট-বরের কাছে উপনীতা।

(ঘ) পরমগীত ১:৩।

(ঙ) উপ ২:১৪। মাথা তেল দিয়ে লেপন করা হত যেহেতু সেই ঐতিহ্যে মাথাই ছিল বুদ্ধির আধার।

(চ) ১ পি ২:৯।

(ছ) যোহন ১৩…। বাপ্তিস্ম দানকালে যখন দীক্ষার্থীদের পা ধুয়ে দেওয়া হত, তখন এ পাঠ পড়া হত।

(জ) যোহন ১৩:৮।

(ঝ) যোহন ১৩:৯-১০।

(ঞ) আদি ৩:১ …।

(ট) যোহন ১৩:১৪।

(ঠ) হিব্রু ২:১০।

৭ (ক) সাম ৫১:৯।

(খ) যাত্রা ১২:২২।

(গ) মথি ২৮:৩।

(ঘ) ইশা ১:১৮।

(ঙ) তীত ৩:৫ দ্রঃ।

(চ) পরমগীত ১:৪।

(ছ) পরমগীত ৮:৫।

(জ) সাম ২৪:৭-১০। সামসঙ্গীতের এই ব্যাখ্যা সম্ভবত এফে ৩:১০ ও ১ পি ১:১৩ দ্বারা প্রভাবান্বিত।

(ঝ) ইশা ৬৩:১। লাতিন পাঠ্যে 'বসোর থেকেই আগত'; কিন্তু হিব্রু পাঠ্যে 'বস্রা থেকেই আগত'।

(ঞ) জাখা ৩:৩। সেসময়ে যোশুয়া ও যিশু একই নাম হওয়ায় বিশপ আম্ব্রোজ যোশুয়ার বিষয়ে যা লেখা আছে তা যিশুতে আরোপ করেন।

(ট) লক্ষণীয়, উপদেশে ও ধর্মশিক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু বিশপ আম্ব্রোজের সময় নয়, বহু আগেও প্রচলিত ছিল। সেই অনুসারে পরম গীতের প্রেমিক-বর হলেন খ্রিষ্ট ও প্রেমিকা-কনে হল মণ্ডলী। এবিষয়ে বিশপ আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা হল, মণ্ডলী শুধু নয়, মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে বিধায় প্রতিটি দীক্ষিত প্রাণও বর-খ্রিষ্টের কনে।

(ঠ) পরমগীত ৪:১।

(ড) লুক ৩:২২।

(ঢ) পরমগীত ৪:২-৩।

(ণ) পরমগীত ৪:৭-৮।

(ত) পরমগীত ৭:৬-৭।

(থ) পরমগীত ৮:১-২।

(দ) হয়তো এইখানে (৪১-৪২) দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মিলান মণ্ডলীতে সেইকালে এ অনুষ্ঠান যে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের শেষ অংশ নাকি অনুষ্ঠানটি স্বতন্ত্রই এক অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত ছিল, তা বলা কঠিন। বাস্তবিকই কালক্রমে মিলানে এমনকি রোমীয় উপাসনা-রীতিতেও দৃঢ়ীকরণ বাপ্তস্ম থেকে ভিন্নই এক সাক্রামেন্ত হয়ে ওঠে।

(ধ) পরমগীত ৮:৬।

(ন) পরমগীত ৮:৬।

(প) পরমগীত ৮:৭।

(ফ) 'আত্মার সীলমোহর': পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করায় দীক্ষিত মানুষ সেই আত্মার সপ্ত দানও গ্রহণ করে থাকে যা একই পংক্তিতে উল্লিখিত।

(ব) ইশা ১১:২।

(ভ) ২ করি ১:২১-২২।

৮ (ক) সাম ৪৩:৪।

(খ) সাম ১০৩:৫।

(গ) সাম ২৩:৫।

(ঘ) সাম ২৩:১-৫।

(ঙ) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪…।

(চ) যাত্রা ১৬:১৩।

(ছ) ১ করি ২:৯।

(জ) আদি ১৪:১৭…। সাধু কিপ্রিয়ানুসের সময় থেকে, অর্থাৎ মোটামুটি ২৪০ সাল থেকে, সকল লেখকগণ মেল্কিসেদেকের বলিদানকে এউখারিস্তিয়ার একটা পূর্বলক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করে আসছিলেন।

(ঝ) হিব্রু ৭:৩। সেইকালে অনেকে মনে করতেন, হিব্রুদের কাছে পত্র সাধু পলেরই লেখা পত্র।

(ঞ) হিব্রু ৭:২।

(ট) প্রকাশ ২১:৬।

(ঠ) প্রকাশ ২২:১৩।

(ড) সম্ভবত বিশপ আম্ব্রোজ আদি ১৪:১৮ -এর দিকে (উপরে উল্লিখিত মেল্কিসেদেকের দিকে) অঙুলি নির্দেশ করেন।

(ঢ) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪।

(ণ) সাম ৭৮:২৫।

(ত) যোহন ৬:৪৯।

(থ) যোহন ৬:৫১।

(দ) যোহন ৬:৫০, ৫১।

(ধ) যাত্রা ১৬:২০ দ্রঃ।

(ন) যাত্রা ১৭:৬।

(প) যোহন ১৯:৩৪।

(ফ) ‘ছায়ায়’ বলতে প্রতীকাকারে বুঝায়।

(ব) ১ করি ১০:৪-৬।

৯ (ক) যাত্রা ৪:৩-৪।

(খ) যাত্রা ৭:২০।

(গ) যাত্রা ১৪:২২ দ্রঃ।

(ঘ) যোশুয়া ৩:১৬।

(ঙ) যাত্রা ১৭:৬।

(চ) যাত্রা ১৫:২৩-২৫।

(ছ) ২ রাজা ৬:৫-৬।

(জ) শেষ ভোজে প্রভু রুটি ও পানপাত্র হাতে নিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণী এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ সেই বাণীর প্রভাবে সাক্রামেন্তীয় রুটি ও আঙুররস পবিত্রীকৃত হয়ে খ্রিষ্টের দেহরক্ত হয়ে ওঠে। এটি ছিল সেইকালের লাতিন জগতে সাধারণত প্রচলিত ধারণা।

(ঝ) ১ রাজা ১৯:৩৮।

(ঞ) সাম ৩৩:৯।

(ট) বিশপ আম্ব্রোজ বলতে চান, যখন শূন্যতা থেকে কিছুটা সৃষ্টি করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ ব্যাপার, তখন তাঁর পক্ষে একটা বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সহজতর ব্যাপার। এই বাক্যে ‘অভিনব প্রকৃতি দেওয়া’ বলতে এমন পদার্থ সৃষ্টি করা বোঝায় যা আগে ছিল না।

(ঠ) মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২।

(ড) পরমগীত ৪:১০-১২।

(ঢ) পরমগীত ৪:১৬।

(ণ) সম্ভবত বিশপ আম্ব্রোজ মথি ৩:১০-এর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন।

(ত) পরমগীত ৫:১।

(থ) মথি ২৫:৩৬।

(দ) পরমগীত ৫:১।

(ধ) সাম ৩৪:৯।

(ন) ১ করি ১০:৩, ৪।

(প) যোহন ৬:৬৩, ১ করি ১৫:৪৪, ২ করি ৩:১৭ এর আলোতে বিশপ আম্ব্রোজ সম্ভবত বলতে চান, রহস্যগুলি সম্পর্কে তিনি যা এতক্ষণে বলে এসেছেন, তা যেন অতিরিক্ত বস্তুধর্মী অর্থে গ্রহণ করা না হয়; তা আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়।

(ফ) বিলাপ ৪:২০। প্রচীন এক লাতিন পাঠ্য ছিল, 'আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান আত্মা যিনি, খ্রিষ্ট প্রভু যিনি, তাঁকে তাদের ক্ষয়শীলতায় হরণ করা হয়েছে।' এজন্য পরবর্তী পদে বিশপ আম্ব্রোজ 'ক্ষয়শীলতা' শব্দে ভিত্তি করে যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; ইরেনউস, প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১ দ্রঃ; যেরুশালেমের সিরিল, ধর্মশিক্ষা ১৩:৭; ১৭:৩৫ দ্রঃ; রুফিনুস, প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ।

(ব) ১ পি ২:২১।

(ভ) সাম ১০৪:১৫।

(ম) যোহন ৩:৪।

(য) মথি ১:১৮।

(র) লুক ১:৩৫।